# মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩২১৫

পর্ব-১৩: বিবাহ (كتاب النكاح)

পরিচ্ছেদঃ ৮. প্রথম অনুচ্ছেদ - ওয়ালীমাহ্ (বৌভাত)

بَابُ الْوَلِيْمَةِ

## আরবী

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بمدين من شعير. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

## বাংলা

৩২১৫-[৬] সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈকা স্ত্রীর বিবাহে দুই মুদ যব (ছাতু) দ্বারা ওয়ালীমাহ্ করেন। (বুখারী)[1]

## ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫১৭২।

## ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা : হাদীসের বর্ণনাকারী সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ আল হাজারী (রাঃ) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা অর্থাৎ সহাবিয়াতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে জীবনীকারগণ ইখতিলাফ করেছেন। অনেকেই বলেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস মুরসাল, তবে একটি সানাদে তিনি ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখতে হলে ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

‘আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য দুই মুদ পরিমাণ যব বা ছাতু দিয়ে যেই স্ত্রীর ওয়ালীমাহ্ করেছিলেন সম্ভবত তিনি ছিলেন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ), তার আসল নাম ছিল হিন্দ, উম্মু সালামাহ্ হলো ডাকনাম বা উপনাম। কেউ কেউ তার নাম রামশা বলেও উল্লেখ করেছন, তবে অনেক মুহাদ্দিসই এটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। উম্মু সালামাহ্-এর পিতার নাম ছিল আবূ উমাইয়াহ্ ইবনু মুগীরাহ্ আল মাখযূমী, মাতা আতিকাহ্ বিনতু আমির ইবনু রবী‘আহ্! কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর বংশেরই ফুপাতো বোন। উম্মু সালামাহ্-এর প্রথম বিয়ে হয় আবূ সালামাহ্ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল আসাদ আল মাখযূমীর সাথে। তিনি তার স্বামীর সাথে হাবাশায় প্রথম হিজরতকারী ছিলেন।

সহীহ মুসলিমে উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি বিপদ মুসীবাতে নিপতিত হয়, অতঃপর সে বলে ‘‘ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি‘ঊন, আল্লা-হুম্মা জুরনী ফী মুসীবাতি ওয়াখলুফলী খয়রম মিনহা-’’, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে তার চেয়েও উত্তম স্থলাভিষিক্ত-প্রতিনিধি দান করেন। উম্মু সালামাহ্ বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামার মৃত্যু হলে আমি ‘‘ইন্না লিল্লা-হি ...’’ পড়তে লাগলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার স্বামী আবূ সালামার চেয়ে উত্তম মানুষ আর কে আছে? অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তার রসূলকেই আমার জন্য তার স্থলাভিষিক্ত করলেন।

উম্মু সালামার দীনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ইসলামের ইতিহাস তাকে মহীয়সী করে তুলেছে। তিনি বিধবা হলে তার অসহায়ত্ব দেখে আবূ বাকর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন, অতঃপর ‘উমার প্রস্তাব দেন, এটাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্তাব আসলে তিনি তাকে স্বাগত জানিয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রস্তাব আমার জন্য তো ভীষণ আনন্দের বিষয় কিন্তু আমার যে তিনটি সমস্যা রয়েছে; প্রথমতঃ আমি অত্যন্ত লজ্জাশীলা নারী, দ্বিতীয়তঃ আমি বেশ কয়জন নাবালেগ শিশুর দেখাশুনার দায়িত্বশীলা, তৃতীয়তঃ আমি এমন একজন নারী যে, এখানে আমার কোনো অভিভাবকও নেই যিনি আমাকে ওয়ালী হয়ে বিবাহ দিবেন? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, ওহে উম্মু সালামাহ্! কোনো তুমি যে লজ্জা-শরমের কথা বলছ আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দু‘আ করব যাতে আল্লাহ তা‘আলা তোমার এই অহেতুক লজ্জা দূর করে দেন। আর তুমি যে সন্তানের কথা বলছ নিশ্চয় তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। আর তুমি বলেছ তোমার অভিভাবকের কথা, তোমার নিকটে দূরে এমনকি কোনো অভিভাবক আছে যে আমাকে অপছন্দ করতে পারে? এ কথা শুনে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) তার ছেলেকে বললেন, হে বৎস! তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। অতঃপর সে তার মাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ দ্বারা প্রমাণিত যে, সন্তান ওয়ালী হয়ে তার বিধবা কিংবা স্বামীহীনা মাকে বিবাহ দিতে পারে। অবশ্য ইমাম শাফি‘ঈ তার ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯ম খন্ড, হাঃ ৫১৭২; মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি  বর্ণনাকারীঃ সাফিয়্যাহ বিনতে শাইবাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68578

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন